ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন

ওবায়দুল হক সরকার

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

জিন্নাহ না হলে পাকিস্তান হত না আবার পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হত না অর্থাৎ বাংলাদেশের মূলে জিন্নাহ সাহেব। অথচ কি আশ্চর্য জিন্নাহ হলকে করা হল সূর্যসেন হল এবং সবাই তা মেনেও নিল। আজও তা সূর্যসেন হল নামে পরিচিত হচ্ছে।

পাকিস্তান না হলে বাংলার মুসলমান আর মানুষ হওয়ার সুযোগ পেত না, লাইভস্টকেই স্টিক করতে হত। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী দুই বঙ্গ–একটি তুলনা শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ ১৯৪৭ সালের আগে পূর্ববাংলার মুসলমানদের মধ্যে সুগঠিত কিংবা সুচিহ্নিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলে কিছু ছিল না। তারা ছিল মূলত কৃষিজীবী সম্প্রদায়। গ্রামে এবং জমিতে ছিল তাদের মনোযোগের কেন্দ্র। ঢাকা শহরকে রাজধানী করে তাদের দেশ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল রূপে নব আকারে গঠিত হওয়ায় তাদের যুবকদের সামনে জীবনে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা লাভের অপরিমিত সুযোগ এসে গেল, যদিও এ কথা খুবই সত্য যে, পাকিস্তান গঠনের শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে অবাধ শোষণের ক্ষেত্র রূপে ব্যবহার করে আসছিল এবং কার্যত তাকে উপনিবেশে পরিণত করেছিল। কিন্তু ওই অসুবিধা মেনে নিয়েও পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের সামনে সুবিধা বড় কম দেখা দিল না। দলে দলে পূর্ববঙ্গের যুবক নাবোদ্ভূত অবস্থার সুযোগে সরকারী চাকরিতে যোগ দিলেন, নানাবিধ বৃত্তিতে ও, ব্যবসায়েও তারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় যোগ দিতে লাগলেন। এভাবে পূর্ববঙ্গে একটি নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পতন হল। নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা, যাদের একটি বৃহৎ অংশই হয়তো অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে শিক্ষার সুযোগ পেত না এবং খুব সম্ভত গ্রামের কৃষিকেন্দ্রিক জীবনাচরণের বৃত্তের মধ্যেই পূর্ববৎ আটকে থাকত, দলে দলে স্কুল-কলেজে প্রবেশ করে শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগল এবং বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাদের মনে অপরিমিত উদ্যম চোখে নতুন স্বপ্ন। একটা প্রসারমান সম্প্রদায়ের সামনে আশার নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে, এই ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। সদ্যগঠিত মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নতুন শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার রঙিন দৃষ্টির সম্মুখে যেন অন্তহীন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হল। জীবনযাপনকে অর্থপূর্ণ করে তুলবার চেষ্টায় কতভাবে যে তারা জীবনকে কাজে লাগাবে তার যেন থাই পেল না। গ্রাম ও মফস্বল শহর থেকে সবে রাজধানীতে এসেছে, এখনও রাজধানীর ধারাধরন পুরো আয়ত্ত হয়নি, এমন যে নতুন শ্রেণীর এই যুবকরা, তাদের গা থেকে স্বভাবতই এখনও গ্রামের গন্ধ যায়নি, মনে তাদের রোমান্টিকতার আবেগ। কিন্তু তাদের কমবেশী অনভিজ্ঞ, অপরিপক্ব নাগরিক জীবন যাত্রার আয় যত ত্রুটি-বিচ্যুতিই থাকে, এই জীবন আবেগের সম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।"

নারায়ণ চৌধুরী ঃ দুই বঙ্গ একটি তুলনা। নবজাতক (কলিকাতা) ঃ স্বাধীন বাংলদেশ সংখ্যা ঃ অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃঃ ২০৩।

১৯৭২ সালে প্রকাশিত লেখায় অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন 'খুব সম্ভবত গ্রামের কৃষিকেন্দ্রিক জীবনাচরণের বৃত্তের মধ্যেই পূর্ববৎ আটকে থাকত' প্রমাণ করে লাইভস্টকে স্টিক করে থাকত। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর একক প্রচেষ্টায় (অন্নদাশঙ্করের স্বীকৃতি) পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা সেই মানবেতর জীবন থেকে মুক্তিলাভ করে মানবোচিত জীবনে উন্নীত হয়েছিল। সেই জিন্নাহ সাহেবকে বর্জন করে বরণ করা হল মুসলমানবিদ্বেষী সন্ত্রাসী সূর্যসেনকে। বাহ্যত লাইভস্টক না থাকলেও অন্তরে লাইভস্টক মন-মানসিকতা রয়ে গেছে।

মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে মূর্তি

মক্কা বিজয়ের পর হযরত মুহম্মদ (সাঃ) কাবা ঘরের সব মূর্তি ধ্বংস করে দেন। মূর্তির বিরুদ্ধেই ইসলামের আগমন। মূর্তির সাথে মুসলমান কখনও আপস করতে পারে না। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ মূর্তির সমারোহ।

ইংরেজ আমলে ও পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মূর্তির আগমন ঘটেনি, কিন্তু বাংলাদেশ আমলে ঘটেছে।

[চলবে]

FEB. 11